দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 19 APR 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সরকার কওমী মাদ্রাসা সনদের স্বীকৃতি না দিয়ে শুধু ভাঁওতাবাজি করবে

—প্রেস ব্রিফিংয়ে মুফতি আমিনী

স্টাফ রিপোর্টার

আমরা সরকারের সঙ্গে আপাতত সংঘর্ষে যেতে চাই না। সরকারের মন্ত্রীরাই ইসলাম ও কওমী মাদ্রাসা সম্পর্কে উল্টাপাল্টা বক্তব্য দিয়ে আল্লাহর সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে। এদের ফয়সালা আল্লাহর তরফ হতেই আসবে। সরকার অগণতান্ত্রিকভাবে মুক্তাঙ্গনে আমাদের সমাবেশ করতে বাধা দিয়েছে। আজ আলেম-ওলামাদের নিয়ে আলোচনা করলে কি হবে আসলে সরকার কওমী মাদ্রাসা সনদের স্বীকৃতি দিবে না। তারা কওমী মাদ্রাসা নিয়ে শুধু ভাঁওতাবাজি করবে। কওমী মাদ্রাসা সরকারীকরণের ষড়যন্ত্র সফল হবে না। শেষ পৃঃ ১৫ কঃ ৬

সরকার কওমী মাদ্রাসা সনদের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কওমী মাদ্রাসাগুলোকে এমপিওভুক্ত করা হলে তা সরকারের নিয়ন্ত্রণে চলে যাবে। গতকাল মুক্তাঙ্গনে ইসলামী আইন বাস্তবায়ন কমিটি আয়োজিত পূর্বঘোষিত বিক্ষোভ সমাবেশ করতে না দেয়ায় কমিটির আমীর মুফতি ফজলুল হক আমিনী বিকেলে সেগুন বাগিচাস্থ ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি কার্যালয়ে আয়োজিত প্রেস ব্রিফিংয়ে একথা বলেন। প্রেস ব্রিফিংয়ে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বাস্তবায়ন কমিটির নায়েবে আমীর ও নেজামে ইসলাম পার্টির মহাসচিব মাওলানা আব্দুল লতিফ নেজামী, লালবাগ মাদ্রাসার শিক্ষক ও কমিটির নেতা মুফতি মোঃ ফয়েজুল্লাহ, মাওলানা আবুল কাসেম ও মাওলানা জসিম উদ্দিনসহ শেখ লোকমান হোসেন ও মাওলানা শফিক উদ্দিন।

প্রেস ব্রিফিংয়ে মুফতি আমিনী বলেন, কওমী মাদ্রাসা এমপিওভুক্ত করা হলে তারা এই মাদ্রাসার সিলেবাস বুঝবে না এবং এসব মাদ্রাসা বন্ধ করে দিতে চাইবে। তিনি বলেন, আমাদের এবারের সংগ্রাম আলেম-ওলামাদের দেশ পরিচালনার সংগ্রাম। সংগ্রামকে এগিয়ে নিতে হবে। মুফতি আমিনী ইসলাম ও কওমী মাদ্রাসার বিরোধী বক্তব্য দেয়ায় আইনমন্ত্রী ও ইফার ডিজি'র পদত্যাগের দাবী জানান।

তিনি বলেন, দু'দিন আগেও বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের উত্তর গেটে রাস্তার উপর হাতেগোনা কিছু লোক দিয়ে সমাবেশ করতে দেয়া হয়েছে। অথচ আমাদের সমাবেশ করতে অনুমতি দেয়া হয়নি। অবস্থার দৃষ্টিতে মনে হয়, সরকার একদলীয় শাসন প্রতিষ্ঠার চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছে। আমরা কারো করুণার পাত্র নই। সেনাবাহিনীতে ৩০% কওমী মাদ্রাসার ছাত্র ভর্তি হয়েছে বলে অপপ্রচার করা হচ্ছে। মুফতি আমিনী বলেন, দু'জন প্রধানমন্ত্রীই ইসলামের বিরুদ্ধে কিছু করবেন না বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু এর প্রতিফলন আমরা দেখছি না।